ইত্তেফাক

042

তারিখ ... 01 MAR 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯২

মাধ্যমিক শিক্ষক ধর্মঘট এবং—

আগামী ৬ই মার্চ হইতে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। এদিকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলসমূহের প্রায় সোয়ালক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী দুই দফা দাবীর প্রেক্ষিতে অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। অভিযোগ, এখন পর্যন্ত এই ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি নিরসনে আলাপ-আলোচনার পরিলক্ষিত হইতেছে কাশ, ধর্মঘটী শিক্ষকদের চাপের মুখে ঢাকা, াহী ও যশোর শিক্ষাবোর্ড এসএসসি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৬ই মার্চ হইতে শুরু এসএসসি পরীক্ষা আদৌ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কিনা, উহা লইয়া ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক সর্বমহলে সংশয় দেখা দিয়াছে। ব্যাপারটা যে উদ্বেগের, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষাজীবনে এসএসসি পরীক্ষার গুরুত্ব এমনিতেই অধিক। অন্যদিকে দেশব্যাপী হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং তাহাদের অভিভাবকবৃন্দের মানসিক আশংকা ও অস্বস্তি দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতিতে আরেকটি নূতন মাত্রা সংযোজনায় উদ্যত হইয়াছে। ইহা শুধু অনভিপ্রেত নয়; অবাঞ্ছিতও বটে।

আমরা জানি, বর্তমানে পূর্বের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে যেখানে শিক্ষকদের জন্য মঞ্জুরির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১ কোটি টাকা, '৮৪-৮৫ সালে তাহা উন্নীত হইয়াছে প্রায় দেড়শত কোটি টাকায়। বৃদ্ধির আনুপাতিক হার শতকরা প্রায় ৫০০ ভাগ। ইহা ছাড়াও সংশোধিত বেতন স্কেল অনুযায়ী '৮৫-৮৬ সালে সরকারী মঞ্জুরির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৭২ কোটি টাকা ঃ' ৮৬-৮৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫০ কোটি টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবী মিটিতেছে না। ইহা শুধু যে দেশব্যাপী বিরাজমান অর্থনৈতিক সমস্যার পরিণতি তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। ইহা বহুলাংশে প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যাও বটে। তদুপরি এই ধরনের দাবী, ধর্মঘট দিনের পর দিন ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইলে উহা পরিশেষে রাজনৈতিক রং ও রূপ ধারণ করাও বিচিত্র নয়।

অপরাপর অনেক সেকটরের মত শিক্ষাখাতেরও একচেটিয়া সরকারীকরণের আমরা বিরোধী। কিন্তু সরকারই যেখানে আগু বাড়িয়া অনেক দাবী-দাওয়া মানিয়া নিতেছেন, সরকারীকরণের পালে হাওয়া লাগাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে এহেন দাবী-দাওয়ার ঝড় বহিবেই,—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা—ইহার সমাধানে সময়ের প্রয়োজন। উপস্থিত সমস্যা হইতেছে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়া। এমনিতেই দেশের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করিতেছে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি। '৮২-৮৩ সালের বহু পরীক্ষা এই '৮৬ সালেও শেষ হয় নাই কিংবা শেষ হইলেও ফলাফল ঘোষিত হয় নাই। সেই অবস্থা ও পরিস্থিতি এভাবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায়ও যদি সম্প্রসারিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা হইবে গোটা দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই এ বিষয়ে উদ্বেগবোধ না করিয়া পারিতেছি না।